কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওবা ও পাপ মোচনকারী কিছু আমল

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মো. আব্দুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

التوبة وبعض الأعمال المكفرة للذنوب

« باللغة البنغالية »

محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওবা ও পাপ মোচনকারী কিছু আমল

তাওবা হলো অতীতের গুনাহের অনুশোচনা, দুনিয়ার কোন উপকারিতা অর্জন অথবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নয় একমাত্র আল্লাহ তা 'আলার জন্যই সার্বক্ষণিকভাবে সে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। জবরদস্তির মাধ্যমে নয় বরং শরী 'আতের বিধি-নিষেধ তার উপর বহাল থাকবে ততক্ষণ স্বেচ্ছায় এ প্রতিজ্ঞা করবে। ইবাদতসমূহের মধ্যে তাওবা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাওবার আবশ্যকীয়তা, ব্যাপকতা ও তাতে নিয়মানুবর্তিতার পরিমণ্ডল থেকে পাপী-তাপী যেমন বহির্ভূত নয়, তেমনি আল্লাহর ওলীগণ ও নবীগণও তার পরিসীমা থেকে বাইরে নন। এটি সর্বাবস্থায় সর্বত্র সকলের জন্য প্রযোজ্য। তাওবা মানুষের জীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাওবার পরিচয়

তাওবা (توبة) শব্দের তা (تا) বর্ণে যবর ওয়া (واو) বর্ণে সুকুন যোগে গঠিত হয়। আভিধানিক অর্থ পাপ থেকে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি। বিশেষ পদে অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা। ড. মুহাম্মদ ড. হামিদ সাদিক বলেন:

التوبة: مصدر تاب ، الرجوع عن الـذنب النـدم على فعل الذنب ، وعقد العزم على عـدم العـودة إليه والتوجه إلى الله طلبا للمغفرة.

(‘তাবা (تـاب) ক্রিয়া হতে তাওবা (توبة) হলো মাসদার। অর্থ পাপ থেকে ফিরে আসা। কৃতপাপের

অনুশোচনা করা। পুনরায় না করার দৃঢ়সংকল্প করা।’ শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও তাঁর সৃষ্টিকুল বান্দাগণ উভয়ের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা ‘আলার জন্য এ মর্মে যে, তিনি স্বীয় মাগফিরাত (মার্জনা) ও রাহমাত (করুণা) সহকারে বান্দাহদের প্রতি করুণা দৃষ্টি প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ ١٠٤ ﴾ [التوبة: ١٠٤]

‘তিনি স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।’[1] এতে এ অর্থের প্রকাশ ঘটায় মূলত আল্লাহ তা ‘আলার সাথে এই ক্রিয়াটির সম্বন্ধ স্থাপন তাঁর ক্ষমা-মাগফিরাত ও দয়া-রাহমাতের বহিঃপ্রকাশ। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধিত হলে আল-কুরআনে তা على সংযোজক صلة সহকারে ব্যবহৃত হয়। যাতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নত অবস্থান প্রকাশ পায়। যেমন, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ ﴾ [المائدة: ٧١]

‘অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলে তাদের তাওবা কবুল করলেন।’[2] কারও কারও মতে তাওবা অর্থ অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

---

[1] সুরা আত তাওবা :১০৪।
[2] সূরা আল-মায়েদাহ :৭১।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[3]

মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বলেন:

التوبة: هو الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب.

'অন্তর হতে গোনাহ না করার সংকল্পের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর প্রতিপালকের যাবতীয় বিধানকে পালন করা।'[4]

'আইনুল ইলম' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

التوبة تنزيه القلب عن الـــذنب وقيل الرجـــوع من البعد إلى القرب وفى الحديث: الندم هى التوبة.

'তাওবার সংজ্ঞা হলো অন্তরালে পাপ মুক্ত করা। কারও কারও মতে দূরত্ব হতে নিকটে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ, 'অনুশোচনাই' তাওবা।[5]

মুহাম্মাদ আলী আত-থানভী (রহ.) বলেন:

---

[3] সূরা আন-নূর :৩১।
[4] কাওয়ায়িদুল ফিকহ, পৃ ২৩৯-২৪০।
[5] প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০।

الندم على معصية من حيث هى معصية، مع عــزم أن ألا يعود إليها إذا قدر عليها

কোনো পাপকাজে সেটি যে পাপ এ অনুভূতিতে অনুশোচনা করার সাথে সাথে সুযোগ পেলেও আর কখনোও না করার দৃঢ় সংকল্প করা। [6]

মাজমা ‘উস সুলুক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ,

التوبة شرعا هى الرجوع إلى الله تعالى مع دوام الندم وكثرة الاستغفار

শরী‘আতের পরিভাষায় তাওবা হলো স্থায়ী অনুশোচনা ও অধিক ক্ষমা প্রার্থনার সাথে আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। কারও কারও মতে তাওবা মূলত অনুশোচনা অর্থাৎ তাওবার বৃহৎ স্তম্ভই হলো অনুশোচনা। [7]

তাওবা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

1. আল্লাহ তা ‘আলা মু ’মিনগণকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝﴾ [النور: ٣١]

“হে মু ’মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। ”[8]

2. আল্লাহ তা ‘আলা অপর আয়াতে বলেন:

[6] কাশশাফু ইসতিলিহাতিল ফুনুন ,খ.১, পৃ . ২১৮।

[7] প্রাগুক্ত।

[8] সূরা আন-নূর : ৩১।

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧ [النساء: ١٧]

“[illegible]”[9]

[illegible] ([illegible].) [illegible]: إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ [illegible]

[9] [illegible]

[illegible] من قريب [illegible][10]

3. [illegible]:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ٨﴾ [التحريم: ٨]

“[illegible]! [illegible]; [illegible], [illegible]”[11]

4. [illegible]:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧٤﴾ [المائدة: ٧٤]

“[illegible]? [illegible], [illegible]”[12]

[illegible] ([illegible].) [illegible]: “[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]-[illegible]; [illegible], [illegible]? [illegible]? [illegible]? [illegible]

[10] [illegible], [illegible].[illegible]

[11] [illegible]: [illegible]

[12] [illegible]-[illegible]: [illegible]

পরিহার করে আল্লাহ তা ‘আলার আনুগত্যে ফিরে আসে, তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সেই সাথে আল্লাহ তা ‘আলার অপছন্দ কাজ পরিহার করে পছন্দজনক কাজের দিকে ফিরে আসে , তাদের তাওবা ও প্রত্যাবর্তনকে তিনি কবুল করে নেন। ফলে নিজ কৃপায় তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন।

5. আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤﴾ [التوبة: ١٠٤]

“তারা কি জানে না যে , আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু। [13]

মুহাম্মদ ইবন জারীর আত -তাবারী (রহ.) বলেন: এটা আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে একটা ঘোষণা। মুনাফিকদের মধ্য হতে কেউ তাওবা করলে তার সে তাওবা কবুল করা হয় তাদের সাদাকা গ্রহণ করা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইখতিয়ারাধীন নয়। যারা মু ’মিনগণের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে যোগদান হতে পিছিয়ে থাকার পর নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে এবং বলে, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাদেরকে মুক্ত করেন, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে মুক্ত করব না , তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নিজেদের পেশকৃত সাদাকাহ

---

[13] সূরা আত-তাওবা : ১০৪।

গ্রহণের অনুরোধ জানায়, তারা কি জানে না যে, তা করবার ইখতিয়ার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নেই। জানে না তারা যে, সেটা কেবল আল্লাহ তা ‘আলার ইখতিয়ারাধীন? আল্লাহ তা ‘আলা চাইলে তার বান্দার তাওবা কবুল করেন কিংবা প্রত্যাখ্যান করেন। কোন বান্দা সাদাকা পেশ করলে আল্লাহ তা ‘আলাই ইচ্ছা হলে তা গ্রহণ করেন অথবা রদ করেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন ইখতিয়ার নেই। কাজেই, তারা আল্লাহ তা ‘আলার অভিমুখী হয়ে তাওবা করতে হবে এবং তাঁর সমীপেই সাদাকা নিবেদন করতে হবে। আর এর দ্বারা যেন আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টিই তাদের লক্ষ্য হয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কারও সন্তুষ্টি নয়। তাদের উচিত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা ‘আলার কাছে তাওবা করা এবং নিজেদের সাদাকা দ্বারা তাঁকেই খুশি করার চেষ্টা করা। তারা কি জানে না যে, ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ (আল্লাহ তা ‘আলাই তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু? অর্থাৎ বান্দাগণ যখন তাওবা করে ও তাঁর অভিমুখী হয় তখন তিনি তাতে সাড়া দেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তারা যখন তাঁর অভিমুখী হয় ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন তিনি তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দান করেন।

6. আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ٢٥﴾ [الشورى: ٢٥]

তিনিই তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। "[14]

7. আল্লাহ তা 'আলা আরও বলেন:

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠﴾ [النساء: ١١٠]

'যে গোনাহ করে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। '[15]

আল্লাহর রহমত অবারিত

বহু মানুষ নানা ধরনের গোনাহে লিপ্ত। এদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা তওবা করে তখন এরা বলে, আমি এ থেকে কেন তওবা করব? তওবা করে করবটা কি (শুনি)! আমার গোনাহ অনেক ও বিশাল। এদের উদ্দেশ্যে বলব: মহান আল্লাহ বলেন: "আত্মার প্রতি যুলুমকারী আমার বান্দারা। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তিনি সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা যুমার:৫৩)

- সাওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উপরোক্ত: আয়াতে কারীমাই আমার কাছে দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু তার চেয়ে সেরা।

---

[14] . সূরা শূরা, ৪২:২৫।

[15]. সূরা আন-নিসা, ৪:১১০।

□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ '□□□□ □□□□: أ
كثراية فى القران فرحابهذه الاية المبا ركة □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□ □□□□ □□□□□□□ □□□□:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□" (□□□□ □□ □□□□□□: □□□)

□ □□□ □□□□□□ □□□□:

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠ ﴾ [النساء: ١١٠]

"□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□" (□□□□ □□ □□□□: □□□)

□ □□□□□□ □□□ □□□□:

﴿ ۞نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ ٥٠ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]

"□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□, □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□" (□□□□ □□□□: □□-□□)

<u>□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□</u>

- [illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

«قَـالَ اللَّهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَـوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَـانَ فِيـكَ وَلَا أُبَـالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْـتَغْفَرْتَنِي غَفَـرْتُ لَـكَ، وَلَا أُبَـالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَـوْ أَتَيْتَنِي بِقُـرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.»

“[illegible] ‘[illegible]: [illegible]! [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]! [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]! [illegible], [illegible][16]

[illegible]

---

16. [illegible] ‘[illegible]-[illegible], [illegible]‘[illegible]-[illegible] ([illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]./[illegible].), [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]-[illegible]

ক্ষমা প্রার্থনা করা দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়াকে আবশ্যক করে না। জুন্নুন মিসরীর মতে এটা মিথ্যা তাওবা।

- আগার আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يا أيها الناس توبوا إلى الله ، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»

"হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা কর, আর আমিও দৈনিক একশত বার তাঁর নিকট তাওবা করি।"[17]

- আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

"যে ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবা করে সে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন পাপই নেই।"[18]

- আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»

"মানুষ মাত্রই পাপী, আর পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম।[19]"

---

[17] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭০২।
[18] ইবন মাজাহ: ৪২৫০।
[19] জামে তিরমিযি, হাদীস নং২৪৯৯।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

« لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن».

“আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দার তাওবার কারণে অধিকতর আনন্দিত হন[20]। ”

- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها».

“তোমাদের কেউ তার হারানো মাল পুনঃপ্রাপ্তিতে যতটা আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তাওবায় (ক্ষমা প্রার্থনায়) আল্লাহ তার চেয়ে অধিক আনন্দিত হয়। ”[21]

- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:[22]

«والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لـذهب الله بكم، ولجـاء بقوم يذنبون ، فيستغفرون الله ، فيغفرلهم».

“সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যদি গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। অতঃপর এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করতো অতঃপর

---

[20] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং২৭৪৪।

[21] জামে তিরমিযি, হাদীস নং২৪৯৯।

[22] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত-তাওবাহ বাবু সুকুতিয-যুনুবি বিল-ইসতিগফারি ওয়াত-তাওবাহ, হাদীস নং ২৭৪৯/১১, পৃ. ১১৮৩।

তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদের ক্ষমা করতেন।”

তাওবা-এর প্রকার

তাওবা দু’প্রকার।

এক. তাওবাতুল ইনাবাহ্: এ প্রকার তাওবা হলো তোমার উপর আল্লাহর ক্ষমতার কারণে তাকে ভয় করে তার কাছে ফিরে আসা।

দুই: তাওবাতুল ইস্তিজাবা: এ প্রকার তাওবা হলো আল্লাহ তোমার নিকটে আছে এ কারণেই আল্লাহর নিকট হতে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসা।

23

ইমাম গাযালী (রহ.) তাওবাকে চার প্রকারে বিভক্ত করেন:

এক. বান্দাহ তাওবা করবে এবং স্বীয় তাওবার উপরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকবে। অন্যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি যা হয়ে গেছে তার সাধ্যমত ক্ষতিপূরণ করবে এবং পরবর্তী সময় তার মনে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাগত সাধারণ ছোটখাট বিচ্যুতি ব্যতিরেকে কোনো গুনাহ সংঘটনের কল্পনাও উদিত হয় না। এ শ্রেণীর বান্দাহকে সাবিকুম বিল খায়রাতে নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রকারের তাওবাকে বলা হয় আত-তাওবাতুন-নাসূহ “নির্ভেজাল-পরিচ্ছন্ন তাওবা” এবং

23 কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুন, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৯-২২০।

মন ও প্রবৃত্তির এই অবস্থার মান হলো আন নাফসুল মুতমাইন্না (النفس المطمئنة)

দুই . তাওবাকারী প্রধান ও মৌলিক ইবাদতসমূহ যথাযথ আদায় করতে থাকে এবং বড় ধরনের অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করে থাকে। কিন্তু তার অবস্থা এই যে , সে সকল গুনাহ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না যা তার পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থানের কারণে ইচ্ছায় -অনিচ্ছায় তাকে পেয়ে বসে। সে নিজের প্রবৃত্তিকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করতে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়। গুনাহর কার্য সম্পাদনের পর পর পুনঃ এ সংকল্প করে যে , সামাজিক ও পরিবেশগত যেই পরিস্থিতির কারণে তার দ্বারা এ গুনাহ সংঘটিত হলো তা হতে সে দূরে অবস্থান করবে এবং নিজেকে রক্ষা করে চলবে। এই প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে আন -নাফসুল লাওয়ামা (النفس اللوامـة) বলা হয়। তাওবাকারীগণ এই দলভুক্ত সাব্যস্ত হয়ে থাকেন।

তিন. তাওবাকারী তাওবার পরে বেশ দীর্ঘদিন তার উপরে অবিচল থাকে। পরে কোনও পাপ তাকে বশীভুত করে ফেলে এবং সে তাতে লিপ্ত হয়।

চার . পাপ সংঘটনকারী ব্যক্তি তাওবা করার পর পুনরায় বিভিন্ন পাপ কার্যে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এমনকি তার মনে তার তাওবার চিন্তা উদিত হয় না এবং তার মনে কোনো প্রকার আক্ষেপ , অনুতাপও জাগ্রত হয় না , বরং সে প্রবৃত্তির কু -চাহিদার গোলামে পরিণত হয়। এ

ধরনের প্রবৃত্তিকে আন ‘আন-নাফসুল আম্মারা বিস সূ ’ বলা হয়।[24]

ইমাম গাযালী (র)-এর মতে প্রত্যেক মু ‘মিনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে (على الفور) ও অবিলম্বে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবায় অভ্যস্ত থাকা ওয়াজিব। কেননা কোনও আদম সন্তানই পাপমুক্ত নয়। তার পাপগুলো ঈমানের জন্য বিধ্বংসী উপকরণরূপে সাব্যস্ত। মানুষ হয়ত তার অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ দ্বারা পাপ সংঘটিত করে কিংবা তার মনঃজগতে পাপের ইচ্ছা জন্ম নেয় কিংবা শয়তানী কুমন্ত্রণা তাকে কখনও না কখনও আল্লাহ তা ‘আলার যিকর হতে অমনোযোগী করে ফেলে। এসব হলো নেতিবাচক উৎসের পাপ। এগুলো হতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও আল্লাহর আহকাম পালন এবং আল্লাহ তা ‘আলার সত্ত্বা ও তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্মের পরিচিতি লাভে অভাব থেকে যেতে পারে। কেননা , কোন মানুষ এ সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র হওয়া এবং এর কোন একটিও তার মধ্যে না থাকা অকল্পনীয় ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

যে কোনো তাওবা যথার্থ হলে আল্লাহ তা ‘আলা তা গ্রহণ করেন। এখানে প্রসঙ্গত এ আলোচনা এসে পড়ে যে , তাওবা কবুল করা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় হবে কী ? মু ‘তাযিলা সম্প্রদায়ের দাবীমতে তাওবা কবুল করা আল্লাহর জন্য অবশ্যই কর্তব্য ওয়াজিব।

---

[24] সম্পাদনা পরিষদ , ইসলামী বিশ্বকোষ , ১২শ খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৪১৩ হি ./১৯৪২ খ্রি .), পৃ . ৮২।

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা ‘আতের মতে আল্লাহর জন্য কোন বিধান অপরিহার্য নয়। ইমাম গাযালী (রহ.) মু ‘তাযিলাদের ঐ বাতিল মতবাদ এভাবে খণ্ডন করেছেন যে, আল্লাহ তা ‘আলা নিজেই তাওবা করাকে পাপ মার্জনার মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সেই ব্যক্তি তাওবার শর্তাবলী পূরণ করবে তার জন্য তাওবা কবুল করার ব্যাপারে আল্লাহ তা ‘আলার অঙ্গীকার রয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢ ﴾ [طه: ٨٢]

‘এবং যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও ঈমান এনে পুণ্য কার্য করে আমি তার পাপের জন্য বড়ই ক্ষমাশীল।’[25] সুতরাং আল্লাহ তা ‘আলা স্বঘোষিত বিষয় ও তাঁর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমার সুযোগ প্রদানকে তাঁরই জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করা তথা বাহির হতে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করার মতবাদ নিতান্ত হাস্যকর। এটি স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, আল্লাহ নিজেকেই তাওবাকারীদের ক্ষমা করবার ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তা ‘আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে থাকেন। তিনি বলেন:

﴿ أَلَآ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ ﴾ [يونس: ٥٥]

“জেনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য”[26] এবং তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি বলেন:

---

[25]. সূরা ত্বাহা: ৮২।
[26]. সূরা ইউনুস: ৫৫।

﴿ وَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ ﴾ [الحج: ٤٧]

‘এবং আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। ’[27] সুতরাং তাওবা কবুল করা শুধু তাঁর মেহেরবানী সূচিত ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপার।

কোন্ তাওবাহ কাজে লাগে আর কোনটি কাজে লাগে না ?

আহলুস-সুন্নাহর আলেমগণ বলেন : তাওবার শর্ত তিনটি। তাৎক্ষণিকভাবে গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা, অতীত কর্মে অনুশোচনা করা। এ জাতীয় তাওবাই মূলত ‘তাওবাতুন নাসূহ’।

হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন:

ندم بالقلب ، واستغفار باللسان ، وترك بالجوارح ، وإضمار أن لا يعود.

‘তাওবায়ে নাসূহ হলো, হৃদয়ে অনুশোচনার জবাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গোনাহ পরিত্যাগ করা। ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিক্ষা করা। ’[28]

ইমাম বাগভী (র) বলেন: উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, উবাই রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:[29]

---

[27] সূরা আল-হাজ্জ, ২২: ৪৭।

[28] আল-আদাবুশ-শার‘ঈয়্যাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৬।

[29] পূর্বোক্ত।

التوبة النصـوح أن يتـوب، ثم لا يعـود إلى الـذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع.

‘□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□’

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□‘□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□:

﴿وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمۡ كُفَّارٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٨﴾ [النساء: ١٨]

‘□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□’[30]

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□‘□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□: ‘□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ ‘□□□□□□’ □□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□[31]

---

[30] □□□□□ □□□-□□□□□, □:□□□□

[31] □□□□□□□□: □□□□□□

[illegible]

[illegible]:

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٩]

“[illegible]”[32]

[illegible]:

﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: ٥٣]

“[illegible]

[32] [illegible]

সকল গোনাহ মোচনকারী। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[33]

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা দ্বারা যারপরনাই আনন্দিত হন। যেমনটি হাদীসে এসেছে: 'খাদেমুন্নবী' আবু হামযা আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لله أفـرح بتوبة عبـده من أحـدكم سـقط على بعـيره ، وقد أضله في أرض فلاة».

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা দ্বারা অতখানি খুশী হন যতখানি খুশী হয় বিজন মরুতে হারিয়ে ফেলা উটের মালিক তার উট প্রাপ্তিতে।"[34]

কাজেই কোনও মুসলিম যখন গোনাহে লিপ্ত হয় তখন তার মাটিতে উট পাখির মত কপাল না ঠুকে আল্লাহর কাছে নিজের কৃত গোনাহর স্বীকৃতি দেয়া দরকার। অনুতপ্ত হওয়া দরকার। এর এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে, গোনাহকে তুচ্ছ করার দ্বারা গোনাহকারীর কোনও উপকার হয় না এবং তার গোনাহ সামান্য হালকাও হয় না বরং তা আরো বাড়তে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র নামসমূহের অন্তত দু'টি গুণবাচক নাম বান্দাহর গোনাহ মাফ করার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বরাদ্দ রেখেছেন। তিনি বলেন,

---

[33] সূরা আয-যুমার: ৫৩।

[34] বুখারী: ৬৩০৯; মুসলিম: ২৭৪৭।

﴿ أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

“[illegible]”[35]

[illegible]:

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ ﴾ [الزمر: ٥٤]

“[illegible]”[36]

[illegible]

[illegible]:

«إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا لَهِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ».

[35] [illegible]

[36] [illegible]

“নিশ্চয় তোমরা অচিরেই এমন আমল করবে যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম ও হালকা মনে হবে অথচ রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে আমরা একে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।”

37

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আমরা আজকালকার দিনের গোনাহকে হালকা অনুভব ও এর প্রতি বেপরোয়া মনোভাবের কথা অবগত হতে পারলাম। মানুষ গোনাহকে হালকা মনে করতে করতে এক সময় কবিরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনকি কেউ কেউ গোনাহের অনুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। একথা স্মরণযোগ্য যে, অনুতাপ হচ্ছে তওবার প্রধান অঙ্গ ও শর্ত। অনেক তওবাকারীর জীবনে এ দিকটির অনুপস্থিতি দেখা যায়। এমনিভাবে গোনাহের প্রতি এ ধরনের উদাসীনতা মানুষকে গোনাহের প্রতি আকর্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলে। এর থেকে তার পরিত্রাণের কোনও সুযোগ থাকে না; যদিও আল্লাহ তা‘আলা এর থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা রেখেছিলেন তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে। সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে, গোনাহ লেখক বাম কাঁধের ফেরেশতা। বান্দার গোনাহ অন্তত গোনাহ করার পর থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত লেখা থেকে বিরত থাকে। এই ৬ ঘন্টার মধ্যে বান্দা যদি অনুতপ্ত হয় ও ইস্তেগফার করে তাহলে ওই গোনাহ মুছে দেন অন্যথা আমলনামায় গোনাহ লেখা হতে থাকে।

38

37 মুসনাদে আহমাদ ৩/৩।
38 সুলায়মান ইবন আহমদ আত তাবারানীর আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস নং: ২০৯৭। আর দেখুন, সিলসিলা সহীহা: ১২০৯।

[illegible]

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»

[illegible][39]

[illegible]

[illegible]

[39] [illegible]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾ [التحريم: ٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।"[40]

আয়াতের মর্ম হলো, তোমরা তওবা করো, কেননা তোমরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নও। আল্লাহ প্রদত্ত ফরয-ওয়াজিব আদায়ে তোমাদের থেকে গাফিলতি হতেই পারে। সুতরাং কোনও অবস্থায়ই তওবা ছেড়ো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা তওবা করেনা, তারা যালেম।' এসব আয়াতই বলে দেয় যে, বান্দার তওবা করা ওয়াজিব।

তাওবার অন্যতম শর্ত হলো যদি মানুষের অধিকার লঙ্ঘন হয়, তবে মানুষের অধিকারগুলো ঠিক ঠিক দিয়ে দেওয়া। যার অধিকার নষ্ট করেছেন আপনার সে ভাইয়ের জন্য ইস্তেগফার করা, তার কেউ নিন্দা করলে তার গুণ গাওয়া। সুতরাং মানুষ দু'প্রকার; আত্মার প্রতি যুলুমকারী, তওবাকারী। যে তাওবা করে সে সফলকামী, আর যে গোনাহকরে সে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وان استغفروا ربكم "তোমাদের কৃত গোনাহ থেকে প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও।" ثم توبوا اليه "এরপর তার কাছে তওবা করো তোমাদের ভবিষ্যত কর্মসমূহের

[40] সূরা আত-তাহরীম : ৮।

[illegible]”

[illegible]:

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

“[illegible][41]

[illegible] (.) [illegible], [illegible][42] [illegible] -[illegible]() [illegible],

[illegible]! [illegible]- [illegible], [illegible]

[41] [illegible]: [illegible]

[42] [illegible], [illegible], [illegible], .[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

« إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الـذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَـلُ مُحَقَّرَاتِ الـذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَـاءَ ذَا بِعُـودٍ، وَجَـاءَ ذَا بِعُـودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْـزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الـذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَـذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ».

‘[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]’[43]

‘[illegible]:

«إيـاكم ومحقـرات الـذنوب فـإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه».

---

[43] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible]‘, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]: [illegible]

‘তোমরা গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা এগুলো একত্রিত হয়ে মানবকে ধ্বংস করে দেয়। ’ এ প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা টেনে বলেন:

«كرجل كــان بــأرض فلاة فحضر صــنيع القـــوم فجعل الرجل يجىء بـالعود والرجل يجىء بـالعود حـتى جمعـوا من ذلك سوادًا وأججوا نارًا فأنضجوا ما قذفوا فيها»

‘যেমন এক ব্যক্তি কোনো খোলা প্রান্তরে রয়েছে। এ সময় দলের খাবার তৈরীকারী হাযির হলেন। তখন ওই লোক কিছু কাঠ নিয়ে এলো , আরেক লোক নিয়ে এলো আরও কিছু কাঠ। একসময় বিশাল কাঠের স্তুপ জমা হলো। লোকেরা আগুন ধরাল। অতঃপর সে আগুনে তারা তাদের খাবার নিক্ষেপ করল এবং সেটা দ্বারা খাবার পাকিয়ে নিল। [44]
অতএব, তোমরা গোনাহর অপেক্ষায় থেকো না বরং গোনাহর প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে ভাবো।

২. কোনো কোনো গোনাহকে মানুষ ছোট মনে করে অথচ আল্লাহর কাছে তা বড় হিসেবেই গণ্য।

কারণ; ছোট মনে করার দ্বারা মানুষ এতে খুব সহজেই লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা তারা এমন গোনাহে অনেককেই লিপ্ত হতে দেখেছে , প্রকাশ্যে ওই গোনাহ করতে দেখেছে। নাউযুবিল্লাহ এগুলো সবই হয়েছে গোনাহকে ছোট মনে করার দরুন। ইমাম আহমদ প্রখ্যাত সাহাবী আবু সা ‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু- থেকে বর্ণনা করেন :

---

[44] মুসনাদে আহমাদ ১ /৪০২; ৩৮১৮। সহীহুল জামে ‘ হাদীস নং ২৬৬৭।

«إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُـونَ أَعْمَـالًا لَهِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّـعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ».

প্রতিক্রিয়া হবে না , যা হয় ফোঁটা ফোঁটা পানির বেলায়।

আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে , বস্তুর পরিচিতি লাভ হয় বিপরীতমুখী বস্তু দ্বারা। কাজেই কবিরা গোনাহ আর এর তওবা দ্বারা অন্তর্লোক আলোকিত হওয়া খুবই ফলপ্রদ। কিন্তু সগিরা গোনাহ অন্তর্লোককে খুব তাড়াতাড়িই অধিক হারে ক্ষতিসাধন করতে পারে।

৩. প্রকাশে গোনাহ করা থেকে সতর্ক থাকা এবং বিগত দিনের কৃত গোনাহ মানুষের কাছে প্রকাশ না করা।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভাষ্য :

«كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْه».

‘প্রকাশকারীর গোনাহ ছাড়া আল্লাহ তা ‘আলা আমার উম্মতের সবাইকে মাফ করবেন। প্রকাশ করার এক ধরণ হচ্ছে , মানুষ রাতের বেলা কোনো গোনাহ করে বসল, আল্লাহ সেটাকে গোপন করেছে ; কিন্তু সে নিজে সেটাকে প্রকাশ করার জন্য বলল, ‘হে অমুক ! আমি রাতের বেলা এই এই গোনাহ করেছিলাম। ’ অথচ এর মাধ্যমে আল্লাহ সেটা রাতে গোপন করেছে আর সে আল্লাহর গোপন করা বস্তুকে প্রকাশ করে দিয়েছে। ’[46]

[46] বুখারী : ৬০৬৯; মুসলিম : ২৯৯০।

[illegible]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ١٩

[النور: ١٩]

[illegible][47]

[illegible]

[illegible]

[47] [illegible]

[illegible]

[illegible]

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

[illegible][48]

[illegible]

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ [الزمر: ٥٤]

[illegible][49]

48 [illegible]

49 [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible]:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ [ال عمران: ١٣٥]

‘[illegible]’ [illegible]:

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [ال عمران: ١٣٥]

“[illegible]”[50]

[illegible]. [illegible]

[illegible], ‘[illegible]! [illegible]

[50] [illegible]: [illegible]

শয়তান ভেতরে ভেতরে রীতিমত যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তার মনকে শরীয়াতবিরোধী কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। শাস্তির ভয় থেকে উদাসীন করে তোলে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অন্তরে কী আছে সে বিষয়ে আল্লাহই সবজান্তা। অতএব আপনার অন্তরকে শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত রাখুন।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ নেয়ামতের মোকাবেলায় ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক অবৈধ নেয়ামতের ধোঁকায় না পড়া

আপনার থেকে যদিও কখনো গোনাহ হয়ে যায় তথাপিও এটা মনে করবেন না যে, আপনি ভালো আছেন। এই অবস্থায় আপনার থাকাটায় আত্মতৃপ্তির কিছু নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ».

‘যখন দেখবে আল্লাহ তা‘আলা কোন বান্দাকে দুনিয়া দান করেছেন তখন মনে করতে হবে এটি আল্লাহর ধারাবাহিকতার একটি পর্যায়ে।’[51]

কেননা আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে উঠে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

---

[51] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৫। সহীহুল জামে‘, নাসিরুদ্দিন আলবানী, আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, হাদীস নং: ৫৬১।

[illegible]:

«إِنَّ اللَّهَ يُـؤْتِي الْمَـالَ مَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُـؤْتِي الْإِيمَـانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَـانَ، فَمَنْ ضَـنَّ بِالْمَـالِ أَنْ يُنْفِقَـهُ، وَهَـابَ الْعَـدُوَّ أَنْ يُجَاهِـدَهُ، وَاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ ; فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ».

‘[illegible]’[52]

[illegible]

[illegible]:

﴿ قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ٥٦ ﴾ [الحجر: ٥٦]

‘[illegible]’[53]

---

52 [illegible]/[illegible]

53 [illegible]:[illegible]

[illegible]:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ ﴾ [الزمر: ٥٣]

'[illegible]'[54]

[illegible]:

﴿ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ ﴾ [الزمر: ٥٤]

'[illegible]'[55]

[illegible]

[illegible]

---

[54] [illegible]: [illegible]

[55] [illegible]: [illegible]

গোনাহটি যদি আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হয় অর্থাৎ হাক্কুল্লাহ বিষয়ক হয়; তাহলে এখানে তিনটি শর্ত প্রণিধানযোগ্য:

ক. গোনাহটি মূলোৎপাটিত করতে হবে।

খ. কৃত গোনাহটির প্রতি অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।

গ. এই পরিপক্ক সংকল্প করা যে, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজ করব না।

উপরোক্ত তিনটি শর্তের যদি কোনও একটি শর্ত ছুটে যায় তাহলে তওবা শুদ্ধ হয়নি বলে মনে করতে হবে।

ঘ. পক্ষান্তরে যদি গোনাহটি হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কিত হয় তখন এক্ষেত্রে ৪টি শর্ত লক্ষণীয়। উপরিউক্ত তিনটি তো আছে। অপরটি হল, কোনো ভাইয়ের মাল হলে তা আদায় করে দিতে হবে। যদি অপরকে অপবাদ দেয়া হয়, আর এ জন্য দণ্ড আসে (হদ্দে কযফ) তাহলে তার সেই অপবাদ দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে কিংবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পরচর্চাজনিত গোনাহ হলে তাকে বলে মাফ চেয়ে নিবে। আর এ সকল গোনাহ থেকে তওবা করে নিবে।

ঙ. তওবা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, ‘তওবাটি হতে হবে নিছক আল্লাহকে রাযী-খুশি করানোর উদ্দেশ্যে- ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্যে নয় । যেমনটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَـلُ مِنَ الْعَمَـلِ إِلَّا مَا كَـانَ لَـهُ خَالِصًـا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ».

'নিশ্চয় আল্লাহ তা 'আলা খালিছ আমল কিংবা তাকে উদ্দেশ্য করা আমল ছাড়া কিছুই কবুল করেন না।'[56]

তওবার নেপথ্যে কিছু নির্ধারিত ও স্থিতিশীল কাজ

১. তওবাসহ যাবতীয় কাজকর্মে নিয়ত খালেস করা। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'আল্লাহ তা 'আলা খালেস আমল কিংবা তাকে উদ্দেশ্য করা আমল ছাড়া কিছুই কবুল করেন না।'[57]

২. তওবাকারী তওবার পরও যথাসম্ভব স্থিতিশীলভাবে আমালে সালিহা করে যাবে। সর্বদা সৎকর্মের প্রাধান্য দেবে ও অসৎকর্ম পরিহার করবে। আল্লাহ বলেন :

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾ [هود: ١١٤]

'নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে বিদূরিত করে।'[58]

---

[56] সুনানে নাসাঈ : ৩১৪০। সহীহুল জামে',নাসিরুদ্দিন আলবানী, আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, হাদীস নং : ৮৫৬।

[57] প্রাগুক্ত।

[58] সূরা হুদ : ১১৪।

আল্লাহর নবী মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে ইয়ামেনে প্রেরণকালে নসিহতস্বরূপ বলেছিলেন :

« يا معـاذ اتق الله حيثما كنت ، واتبع السـيئة الحسـنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن».

‘হে মু‘আয! যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, একটা গোনাহর কাজ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে একটা নেক কাজ করে ফেলো। তাহলে তা ওই কৃত গোনাহকে মোচন করে দেবে। মানুষের স্রষ্টার সাথে সদাচার কর।’

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: فالكيس هو الـذى لا يـزال يـاتى من الحسـنات بما يمحو السـيئات ‘প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই লোক, যে সর্বদা এমনসব সৎকাজ করে যা তার মোচন করে ফেলে।’

৩. গোনাহর অনিষ্টতা উপলব্ধি, এর দ্বারা দুনিয়া আখিরাতের ক্ষতি অনুধাবন করা।

৪. যেখানে গোনাহ-চর্চা হয়, সেখান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলা, যাতে ওইস্থানে গোনাহে লিপ্ত হবার সমূহ সম্ভাবনাটুকুও না থাকে।

৫. গোনাহর উপকরণটি তছনছ করে ফেলা, যেমন: মাদক ও খেলাধুলার সরঞ্জামাদি ভেঙ্গে ফেলা।

৬. নিজের আত্মিক উন্নতি সাধনকল্পে কোনও আলেমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। কোনো দুষ্ট বন্ধুর সংমিশ্রণে না যাওয়া।

[illegible]. [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible]: “[illegible], [illegible]”[59]

[illegible]. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]:
[illegible] ‘[illegible]:

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له»

“[illegible]”[60]

2. [illegible] :
[illegible],

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ [الفرقان: ٦٩]

[59] [illegible]: [illegible]
[60] [illegible]: [illegible]

“[illegible], [illegible], [illegible] ‘[illegible]”[61]

[illegible]. [illegible]

[illegible] ‘[illegible]:

«إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ» {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]

“[illegible], [illegible], [illegible]! [illegible]”[62]

3. [illegible]:

﴿وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ٣﴾ [هود: ٣]

---

[61] [illegible]: [illegible]

[62] [illegible] ,[illegible],[illegible], [illegible]

[illegible] [63]

[illegible]:
[illegible]:

﴿ فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ١٢ ﴾ [نوح: ١٠، ١٢]

“[illegible]-[illegible]”[64]

[illegible]-[illegible]

[illegible]:

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلۡمُفۡلِحِينَ ٦٧ ﴾ [القصص: ٦٧]

[63] [illegible]:[illegible]
[64] [illegible]: [illegible]-[illegible]

“যারা তওবা করে , ঈমান আনে ও আমলে সালিহ করে, আশা করা যায় তার সফলকাম তারা হবে। ”[65]

অপর এক আয়াতে আছে:

﴿ إِلَّا مَن تَـابَ وَءَامَنَ وَعَمِـلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠ ﴾ [مريم: ٦٠]

“পক্ষান্তরে যারা তওবা করবে , ঈমান আনবে ও আমলে সালিহ করবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, কোন প্রকার যুলম করা হবে না। ”[66]

গোনাহ ও পাপের অপকারিতা : ইবনু কায়্যিম আল - জওযিয়্যাহ (রহ) তার প্রণীত ‘আদ-দা ওয়াদ দাওয়া ’ পুস্তকে বর্ণনা করেন , গুনাহর ক্ষতি অনেক। নিম্নে এর কয়েকটি বর্ণনা করা হলো।

1. জ্ঞান থেকে বঞ্চনা
2. ইবাদত/আনুগত্য থেকে বঞ্চনা
3. নেক কাজের কম সৌভাগ্য হওয়া
4. গোনাহকারীর মর্যাদা লোপ পাওয়া
5. মন থেকে হায়া লজ্জা দূর হওয়া
6. বরকত চলে যাওয়া।
7. বক্ষ সংকুচিত হওয়া
8. অন্তরে মোহর পড়া
9. অপদস্তুতা নেমে আসা
10. অশুভ পরিণতি হওয়া
11. আখেরাতে আযাবের সম্মুখীন হওয়া

কীভাবে তওবা করব

---

[65] সূরা কাসাস -৬৭।

[66] সূরা মারয়াম : ৬০।

[illegible]

[illegible]

«ما من رجل يــذنب ذنبا ثم يقــوم، فيتطهر ثم يصــلى ركعتين ثم يستغفر الله. إلاغفر الله له».

[illegible][67] [illegible]

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ [ال عمران: ١٣٥]

[illegible]

[67] [illegible]

করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করবেন না। তারা নিজেদের কৃতর্কমের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না।

68

অধিক যিকির আযকর ও ইস্তেগফার এবং আমালে সালিহ করা উচিত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন: সৎকর্ম অসৎকর্মকে বিদুরিত করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একটি বদ কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নেক কাজ করে ফেল। তাহলে কৃত গোনাহটি বিদুরিত হবে। কুরআনে বর্ণিত পাপী ও পাপ আযাব গযবের আয়াতগুলো ভেবে চিন্তে গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে হবে।

পাপ মোচনকারী কিছু আমল

আমরা এতক্ষণ তওবা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। এক্ষণে পাপ মোচনকারী কিছু আমলের কথা বলব। যা কুরআন ও সুন্নাহ নিঃসৃত। যেমন:

১. সুন্দর ও যথাযথভাবে ওযু করা ও মসসিদে যাওয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

68 সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫।
47

« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»

[illegible][69]

[illegible]:

« أتاني الليلة ربي (في أحسن صورة فـ) قال يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه
«

“[illegible]

[69] [illegible]

[illegible]”[70]

[illegible]. [illegible]

[illegible] ‘[illegible]:

« «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»

“[illegible]”[71]

[illegible]. [illegible]

[illegible] ‘[illegible]:

« «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

---

[70] [illegible]: [illegible]

[71] [illegible] ,[illegible],[illegible]:[illegible]

“যে লোক ঈমান ও ছাওয়াবের নিয়তে রমজানে কিয়ামুল লাইল করবে তার পেছনের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। ”[72]

৪. কবুল হজ্জ

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

“যে লোক হজ্জ করল কিন্তু অশ্লীল বাক্যব্যয় ও নাফরমানি করল না। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট দিনের ন্যায় সে নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে। ”[73]

তিনি আরো বলেন:

«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»

“কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া কিছু নয়।”[74]

৫. কৃত গোনাহর মোকাবেলায় নেক কাজ করা

আল্লাহ বলেন -

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾ [هود: ١١٤]

---

[72] সহীহ বুখারী ,খ:১,পৃ ১৬ ,হাদীস নং৩৭।
[73] সহীহ বুখারী ,খ:২,পৃ ১৩৩ , হাদীস নং১৫২১।
[74] সহীহ বুখারী , ফতহুল বারী , ৩/৩৮২।

নিশ্চয় নেক কাজগুলো গোনাহকে বিদূরিত করে দেয়। [75]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু ‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামান প্রেরণ কালে ওসিয়াত করে বললেন:

«اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

“যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, কখনো অসৎকাজ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ একটি নেক করা করে ফেল, তাহলে ওই অসৎ কাজটি আমলনামা থেকে মুছে যাবে। মানুষের সাথে সদাচারের সাথে মেলামেশা কর।”[76]

৬. সালাম ও সুন্দর কথা বিনিময়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام»

‘সালাম ও উত্তম বাক্য বিনিময় হচ্ছে মাগফেরাত বা ক্ষমা অবধারিত করার অন্যতম মাধ্যম।’[77]

৭. ঋণগ্রস্তকে সময় দেওয়া

---

[75] সূরা হুদ -১১৪।
[76] তিরমিযি ,খ ৪,পৃ : ৩৫৫।
[77] আলবানী, সিলসিলাহ (রিয়াদ :মাকতাবাতুল মা ‘আরিফ:১৯৯২) ১ম প্রকাশ ,হাদীস নং ১০৩৫।

«عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ "

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জনৈক ব্যবসায়ী মানুষের কাছে ঋণ দিত, যখনই সে কোনো ঋণদাতাকে অভাবগ্রস্ত দেখত তখনই তার লোকদের বলত, তাকে একটু সুযোগ দাও। হয়ত আল্লাহ আমাদের গোনাহ মাফ করবেন। পরে আল্লাহ তা 'আলা তার গোনাহ মাফ করেছিলেন।"[78]

৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআ ও রমযানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا أجتنيب الكبائر».

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ, এক রমজান থেকে আরেক রমজানের মাঝে কবিরা গোনাহ পরিহার করলে এর মধ্যকার সকল গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।'[79]

৯. সালাতের ওজু করা।

হাদীসে এসেছে, 'উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি

---

[78] সহীহ বুখারী, খ ৩, পৃ: ৫৮, হাদীস নং: ২০৭৮।
[79] সহীহ মুসলিম, শরহে নববী, খ.৩, পৃ. ১২০।

□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□,

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□‘□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□; □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□”[80]

□□. □□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□‘□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□:

«من قال حين يسمع المؤذن: وأن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا غفرله ذنبه».

“□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□ □□□

[80] □□□□□: □□□; □□□□□: □□□□

দীন হিসেবে ইসলামের উপর সন্তুষ্ট আছি; তাহলে তার সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”

81

মু‘আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে লোক খাবার শেষে এই দোআ: ‘আলহামদুলিল্লাহি আত‘আমানী হাযাত ত্বায়ামা। ওয়া রাযাকানিহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নি ওয়ালা কুওয়াতা”, পড়বে, তার পেছনের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

82

১২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়

বুখারী ও মুসলিমে আছে, “রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আচ্ছা! যদি তোমাদের কারো ঘরের সামনে একটি নদী থাকে আর তোমাদের কেউ যদি সে নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনও ময়লা থাকতে পারে কী? তারা বললেন; না, কোনও ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এর সাথে তুলনা করে নাও। এর দ্বারা আল্লাহ গোনাহ ধুয়ে দেন।”

83

১৩. নামাযে হেটে যাওয়া

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত:

81 সহীহ মুসলিম, শরহে নববী প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩০৯। 82 সহীহ মুসলিম, শরহে নববী, প্রাগুক্ত।
83 সহীহ বুখারী, ফতহুল বারী, খ.২, পৃ.১১।
54

«وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضـــوء ، ثم خـــرج إلى المسـجد لا يخرجه إلا الصـلاة ، لم يخط خطـوة إلا رفعه له درجة حط بها خطيئة»

‘কারণ যে কেউ সুন্দররূপে ওযু করে এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরোয় ; উদ্দেশ্য নামায পড়া , তাহলে তাকে কদমে কদমে নেকী দেওয়া হয় এবং কদমে কদমে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। ’[84]

১৪. বেশী বেশী সিজদা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

« عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة».

‘তুমি বেশী বেশী সিজদা করবে , কেননা তোমার প্রতিটি সিজদায় আল্লাহ তা ‘আলা মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গোনাহ মাফ করবেন। ’[85]

এটি মূলত আল্লাহর কালাম : واسجد واقترب ‘এবং সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও ’ এর নেপথ্য নির্দেশ।

১৫. যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমিনের সাথে মিলে যাবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

---

[84] সহীহ বুখারী ,ফতহুল বারী ,খ.২, পৃ .৩১।
[85] শরহে মুসলিম ,ইমাম নববী , খ.৪,পৃ .৪৫১।

« إذا قـال الإمـام غـير المغضـوب عليهم ولا الضـالين- فقولـوا أمين- فمن وافق تأمينه تـأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. »

‘[illegible]’[86]

[illegible]

[illegible]:

«عليكم بقيـام الليل ، فإنه داب الصـالحين قبلكم ، وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفـرة للسـيئات ومنهـاة عن الإثم».

‘[illegible]’[87]

[illegible]

[illegible]:

«يغفرللشهيد كل ذنب إلا الدين»

---

[86] [illegible]

[87] [illegible]

‘[illegible]’[88]

[illegible]:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ ١١١﴾ [التوبة: ١١١]

‘[illegible]’[89]

[illegible]. [illegible]

[illegible] ‘[illegible]:

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ»

‘[illegible]’[90]

[illegible]. [illegible]

[illegible]:

﴿إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن

---

[88] [illegible], [illegible], [illegible]

[89] [illegible]: [illegible]

[90] [illegible] ,[illegible], [illegible], [illegible]: [illegible]

سَيِّئَاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١ ﴾ [البقرة: ٢٧١]

"যদি তোমরা প্রকাশে দান -খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও , তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তা 'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তা 'আলা তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। "[91]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ».

'সাদাকাহ ঠিক সেভাবে গোনাকে দূর করে যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। '[92]

২০. দণ্ডবিধান বাস্তবায়ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب».

'আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনও কাজ বান্দা করে ফেরার পর যদি তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা তার গোনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। '[93]

---

[91] সূরা আল বাকারা : ২৭১।

[92] জামে তিরমিযি খ -২,পৃ -৫১২, হাদীস নং : ১৬৪।

[93] মুসতাদরাকে হাকেম , খ.৪, পৃ .১৪২।

২১. আল্লাহর নৈকট্যের আশায় যিকরের মজলিসে গমন

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه ، إلا ناداهم مناد من السماء أن تولوا مغفرور لكم ، وقد بدلت سيئاتكم حسنات».

'কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহকে রাজি -খুশী করার উদ্দেশ্যে যিকরের জন্য জমায়েত হয় তখন আকাশ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, তোমরা সকলে (প্রভুর) ক্ষমা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো আর তোমাদের সকল গোনাহ নেকীতে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে।'[94]

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। বান্দার প্রতি রহমদিল। সুতরাং তাঁর দরবারে আমাদের বিনম্রচিত্তে ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে নত হওয়া দরকার। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, গোনাহ যত দীর্ঘ হবে ততই শেকড় মজবুত হবে। যেমন: কেউ একটি গাছ উপড়াতে গিয়েও উপড়াল না বরং ফেলে রাখল, ভাবল পরের বছর উপড়ালেও চলবে কিন্তু পরের বছর এর শেকড় আরো মজবুত হল আর লোকটার শক্তিও কমে গেল, সুতরাং সে কি করে গাছ উপড়াবে? গোনাহকে ফেলে রাখলে পরিণতি এই -ই হয়। তাই আমাদের আজই এবং এখনই তওবা করা দরকার।

---

[94] মুসনাদে আহমাদ, খ-৩,পৃ. ১৪২।